

সূরা আয যুখরুফ-৪৩

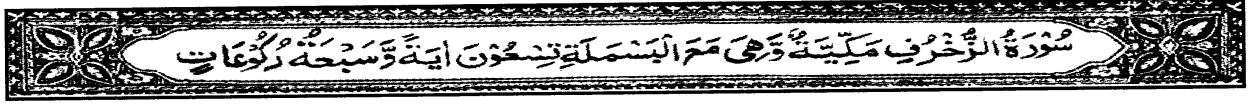
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

কুরতুবীর মতে কুরআনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে যে এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাসও এই মতের পূর্ণ পোষকতা করেন। তবে সঠিক তারিখাদি নির্ধারণ করে বলা কঠিন। আলেমদের বেশীর ভাগই একে নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে অথবা পঞ্চম বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে এ কথা বলা হয়েছিল যে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলগণের প্রতি যে সব ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় তার মাঝে এক ধরনের রহস্য ও প্রচ্ছন্নতা থাকে। এই কথাও বলা হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) এর উপর যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হলো তখন তিনি এর প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকৈফহাল ছিলেন না। এই সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআন নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের, পরিষ্কার ও সাবলীল ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে সত্যের সব কিছুই বিদ্যমান আছে এবং এর শিক্ষামালা অতি সহজবোধ্য। এমতাবস্থায় এতে প্রচ্ছন্নতার ভাব কিছুটা থাকলেও একে অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতু থাকতে পারে না। এই সূরা এও বলে দিচ্ছে যে যখনই উপযুক্ত ও যথার্থ কারণসমূহ উপস্থিত হবে তখন মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ করতে আল্লাহ তাআলা কার্পণ্য করবেন না। নবীগণকে মানুষ সব যুগেই হাসি-বিদ্রূপ করেছে, পাগল বলে ঠাট্টা করেছে। তাই বলে আল্লাহ নবী প্রেরণ বন্ধ করে দেননি। অবিশ্বাসীরা যাই বলুক আর যেক্ষণ ব্যবহারই করুক না কেন, ধর্ম-সংস্কারকগণের আগমনের ধারা প্রয়োজনবোধে চলতেই থাকবে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এই সূরাটিও এই কথা বলে আরম্ভ হয়েছে যে সর্ব সম্মানের ও সর্ব প্রশংসার মালিক আল্লাহই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সাথে সাথে কুরআনের মর্মবাণী 'তৌহীদ'কে এক নতুন আঙ্গিকে ও নতুন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন, যা 'হা-মীম' গ্রন্থের অন্যান্য সূরাগুলোর বাচনভঙ্গি থেকে একটু ভিন্নতর। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় 'তৌহীদ'কে ধরা-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে স্বরণাতিত কাল থেকেই নবীর পর নবী প্রেরণ করে আসছেন। তাঁরা সকলেই এসে মানুষকে একই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রচার করেছেন, আল্লাহ একজনই। এই শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁদের বিরোধিতা হয়েছে, তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু এইসব অত্যাচার-অনাচার আল্লাহ তাআলার নবী প্রেরণকে বা বাণী অবতরণকে ঠেকাতে পারেনি। সময়ের প্রয়োজনে নবীর পর নবী আসতেই থাকেন। এমনি একই ধারায় নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও আগমন করলেন। এই যুক্তিকে আরো জোরদার করে বলা হলো, মানুষের সেবার জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করেছেন এবং পার্থিব প্রয়োজন মিটাবার জন্য এতে সবকিছুরই ব্যবস্থা করেছেন। যখন তার এই জাগতিক প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধার জন্য আল্লাহ এত যত্ন নিয়েছেন তখন এই কথা কি করে চিন্তা করা সম্ভব যে আল্লাহ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার কোন ব্যবস্থা করেননি বা করতে অবহেলা করেছেন? মানুষের নৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই আল্লাহ নতুন রূপে ঐশী-বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা স্বীয় অজ্ঞানতা ও বোকামীর কারণে বিভিন্ন আকার ও আকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ সৃষ্টি করে নেয় এবং এই ভ্রান্ত পৌত্তলিক কার্যকলাপের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার উপর চাপিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেননা তারা বলে, যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি নিজেই তাদেরকে মূর্তি-পূজা থেকে নিবৃত্ত করতেন। এই অজুহাত ও যুক্তি মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিপরীত এবং কোন ধর্মগ্রন্থও এতে সায় দেয় না। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তাদের অহমিকা ও আত্মগরিহতা। তারা বলে, কুরআন তো এমন কোন 'বড় লোকের' কাছে অবতীর্ণ হয়নি। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আত্মগরিহতার জন্য অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, তারা যে বস্তুকে বা যে ব্যক্তিকে মহামহিম মনে করে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের কানাকড়ি মূল্যও নেই। ধন, সম্মান ও মর্যাদার তারতম্য উঠিয়ে দিলে যদি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা না দিত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হতো তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাআলা রাশি রাশি সোনারূপা দিতেন, এমনকি তাদের গৃহের সিঁড়িগুলো পর্যন্ত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে এইসব জিনিষের কোনই মূল্য ও মর্যাদা নেই। আগেই বলা হয়েছে, এই সূরার মূল বক্তব্য হলো, পৌত্তলিকতার হীনমন্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব ও প্রবল ঘৃণা-প্রকাশ। মূর্তি-পূজাকে চরমভাবে নিন্দা ও ঘৃণা করা সত্ত্বেও কুরআন ঈসা (আঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী নবীগণের একজন। কিন্তু খৃষ্টানরা ভ্রমবশত তাঁকে পূজা করে, তাঁর প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষাকে অবহেলাবশত ভুলে গিয়ে খৃষ্টেরই উপাসনায় তারা নিমগ্ন হয়েছে। অতএব দোষ তো খৃষ্টানদের, খৃষ্টের নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর নাতি-দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।



সূরা আয্ যুখরুফ-৪৩

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকু

১। ৳আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ৳হামীদুন, মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী ২৬৬৮-ক।

حَمْدٌ ②

৩। সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কিতাবের কসম,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। নিশ্চয় ৳আমরা এটিকে প্রাজ্ঞ ও সমৃদ্ধ কুরআন বানিয়েছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ④

★৫। আর নিশ্চয় এ (কুরআন) উম্মুল কিতাবে ২৬৬৯★ রয়েছে (এবং তা) আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই অতি মহিমান্বিত (৩) প্রজ্ঞাপূর্ণ।

وَرَأَيْتُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْنٌ حَكِيمٌ ⑤

৬। তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি বলেই কি আমরা তোমাদের উপদেশ ২৬৭০ দেয়া থেকে বিরত হয়ে যাব ২৬৭১?

أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑥

৭। ৳আর আমরা পূর্ববর্তীদের মাঝে কতই নবী পাঠিয়েছিলাম!

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑦

৮। ৳আর তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি যার সাথে তারা হাসিবিদ্রূপ করেনি।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑧

দেখুন : ক. ১৪১, খ. ৪৪৪২; ৪৫৪২ গ. ৩৯৪২৯; ৪২৪৮; ৪৬৪১৩ ঘ. ১৫৪১১ ঙ. ১৫৪১২; ৩৬৪৩১।

২৬৬৮-ক। ২৫৪২ ও ২৬৪৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৬৯। 'উম্মুল কিতাব' অর্থ আদেশ-নিষেধের উৎসস্থল (লেইন)। এর দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহর কাছে কুরআনের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই ছিল। এটিই যে সকল শরীয়তের আসল ভিত্তি, সর্বজ্ঞ আল্লাহ প্রথম থেকেই তা নির্ধারিত করেছিলেন, অথবা শেষ শরীয়তের ভিত্তি হিসাবে কুরআনকে প্রথম থেকেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

★[উম্মুল কিতাব' (কিতাবের জননী) উক্তিটিকে সাধারণত কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্ ফাতিহার সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়, যাতে কুরআনের সব মৌলিক শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য একটি বীজের ন্যায় নিহিত রয়েছে। কিন্তু এখানে এটি অর্থাৎ উম্মুল কিতাব ঐশী ঐত্ত্বের মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এ পরিকল্পনা বহু মাত্রায় কোন আকারে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যার গভীরতা মানুষ সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করতে পারে না। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৭০। 'যারাবা আনহু' মানে সে তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে পড়লো। 'সাফাহা আনহু' অর্থও তা-ই। কুরআনের বাগধারা মতে এর অর্থ -আমরা কি এই যিক্রকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিজেরাও সরে পড়বো, আর তোমাদেরকে হেদায়াত-শূন্য অবস্থায় রেখে দিব ? (লেইন)।

২৬৭১। ঐশী 'যিকর' আল্লাহ তাআলার নিদর্শনরূপে আসতেই থাকে, কখনো থামে না। ঐশী নিদর্শন প্রকাশ না হওয়ার যদি কোন যৌক্তিক কারণ থাকতো এবং যদি নিদর্শনের আগমন বন্ধ করা হতো তাহলে প্রথম নবীর আগমনের পর আর কেউই আসতো না বা আর কাকেও পাঠানো হতো না। কিন্তু নবীগণ পর পর ক্রমাগতভাবে এসেছেন।

★ ৯। আর শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে তাদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী (জাতিকে) আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত ইতিহাস হয়ে আছে।

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ①

১০। আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ) এগুলো সৃষ্টি করেছেন,

وَلَيْتَن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
الْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ②

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য এতে বহু পথ বানিয়েছেন যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ③

১২। আর তিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে এক মৃত ভূমিকে জীবিত করেছেন। এভাবেই তোমাদেরও (জীবিত করে) বের করা হবে^{২৬৭২}।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَّقْدِرُ
فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ
تُخْرَجُونَ ④

১৩। আর তিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নানা ধরনের নৌযান বানিয়েছেন ও গবাদিপশু (সৃষ্টি করেছেন) যেগুলোতে তোমরা আরোহণ করে থাক,

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑤

★ ১৪। যেন তোমরা এগুলোর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার। এরপর তোমরা যখন এগুলোর ওপর সুস্থির হয়ে বসে পড় তখন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং বল, ‘তিনি পবিত্র যিনি এগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন এবং আমরা নিজেরা এগুলোকে কোন কাজে লাগাতে পারতাম না।

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ
مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑥

১৫। আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাব।’

وَإِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ⑦

★ ১৬। আর তারা তাঁর কোন কোন বান্দাকে তাঁর অংশীদার [১৬] সাব্যস্ত করেছে^{২৬৭২-ক}। নিশ্চয় মানুষ সন্দেহাতীতভাবে ৭ অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا آِنَّ
الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ⑧

১৭। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এ থেকে তিনি কি (নিজের জন্য) কন্যাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান (দেয়ার জন্য) বেছে নিয়েছেন?

أَمْ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّ اَصْفٰكُمْ
بِالْبَنَاتِ ⑨

দেখুন : ক. ২০ঃ৫৪ খ. ৬ঃ১০১; ১৬ঃ৫৮; ৫২ঃ৪০; ৫৩ঃ১২।

২৬৭২। বৃষ্টির আগমনে গুচ্ছ ও শক্ত জমি যেমন শাক-শব্জি ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে, তেমনিভাবে ঐশী-বাণীর আগমনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জাতির মধ্যেও নতুন জীবনের ও নব চেতনার সঞ্চার হয়ে থাকে।

২৬৭২-ক। এখানে খৃষ্টান মতবাদ-“যীশু খোদার জাত-পুত্র” এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৮। ক.আর তাদের কাউকে যখন এর (অর্থাৎ কন্যার) সুসংবাদ দেয়া হয় যাকে সে রহমান (আল্লাহর) প্রতি আরোপ করে তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৯। যে (কন্যা) অলংকারে^{২৬৭৩} লালিত পালিত হয় এবং বাকবিত্তভার সময়ে সঠিকভাবে কথাও বলতে পারে না (তাকে কি তোমরা আল্লাহর ভাগে ফেলছ)?

২০। ক.আর তারা রহমান (আল্লাহর) বান্দা ফিরিশ্বতাদের নারীরূপে (অর্থাৎ প্রতিমারূপে) বানিয়ে নিয়েছে। তারা কি এদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল? তাদের সাক্ষ্য নিশ্চয় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামত দিবসে) এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

২১। আর তারা বলে, 'রহমান (আল্লাহ) যদি চাইতেন তাহলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের ওপর চলছে।

২২। ক.আমরা কি এর পূর্বে এমন কোন কিতাব তাদের দিয়েছিলাম যা তারা দৃঢ়রূপে আঁকড়ে^{২৬৭৪} ধরে রেখেছে?

২৩। বরং তারা বলে ক.আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শ অনুসরণ করতে দেখেছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

★ ২৪। আর এমনটিই (সবসময় হয়ে এসেছে), আমরা তোমার পূর্বে কোন জনপদে এমন কোন সতর্ককারী পাঠাইনি, যার সম্বল লোকেরা এ কথা বলেনি, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করছি।'

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ
لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ^⑩

أَوْ مَنْ يَنْشَوُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي
الْخَصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ^⑪

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ
الرَّحْمَنِ أَنْثَاءً أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ
سَوَّكَّتَبْ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْأَلُونَ^⑫

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ^⑬

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ
بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ^⑭

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ^⑮

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُقْتَدُونَ^⑯

দেখুন : ক. ১৬ঃ৫৯ খ. ১৭ঃ৪১; ৩৭ঃ১৫১; ৫২ঃ৪০ গ. ৬ঃ১৪৯; ১৬ঃ৩৬ ঘ. ৩৭ঃ১৫৭-১৫৮; ৫৮ঃ৩৮ ঙ. ২ঃ১৭১; ৭ঃ২৯ চ. ৫১ঃ৫৪; ২৬ঃ৭৫।

২৬৭৩। এই আয়াতে প্রতিমার উপাসকদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের এই পুতুলগুলো না পারে কথা বলতে, না পারে পূজারীর প্রার্থনার উত্তর দিতে। এমনকি এগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেও এরা আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না।

২৬৭৪। পৌত্তলিকরা তাদের প্রতিমা-পূজার স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ দিতে তো পারেই না, এমনকি ধর্মীয় পুস্তকাদি থেকেও এই মূর্তি-পূজার কোন যুক্তি-প্রমাণ দিতে পারে না।

২৫। সে বললো, ‘তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর (প্রতিষ্ঠিত) দেখতে পেয়েছ আমি এর চেয়েও উত্তম (হেদায়াত) নিয়ে এলেও কি (তোমরা এরই অনুসরণ করবে)?’ তারা বললো, ‘যে (শিক্ষা) সহ তোমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করছি।’

قُلْ أَذْكُرُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ
عَلَيْهِوَآبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَفِرُونَ ﴿٢٥﴾

★ ২৬। *অতএব আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। সুতরাং যারা (নবীদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, দেখ তাদের পরিণতি কি হয়েছিল!

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, ‘তোমরা যার উপাসনা কর নিশ্চয় আমি এর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।’

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
بِرَاءٌ وَإِنِّي مُنْعَبِدُكُمْ ﴿٢٧﴾

২৮। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

إِنِّي أَنَا الَّذِي فُطِّرْتَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾

২৯। আর সে এ (শিক্ষাকে) তার পরবর্তী প্রজন্মের^{২৬৭৫} জন্য এক স্থায়ী বিধানরূপে রেখে গেল যেন তারা (তৌহীদের দিকে) ফিরে আসে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। বরং আমি তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম। অবশেষে তাদের কাছে সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূলও এসে গেল।

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى
جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾

৩১। আর তাদের কাছে যখন সত্য এসে গেল তারা বললো, ‘এ তো (কেবল) যাদু। আর নিশ্চয় আমরা একে অস্বীকার করছি।’

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
وَأَنَّا بِكُمْ كَافِرُونَ ﴿٣١﴾

৩২। আর তারা বললো, ‘এ কুরআন কেন সুপরিচিত দুটি জনপদের^{২৬৭৬} কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না?’

وَقَالُوا كَلَّا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ
مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣٢﴾

দেখুন : ক. ৭ঃ১৩৭; ৪৩ঃ৫৬ খ. ৬ঃ৭৯; ৯ঃ১১৪; ৬০ঃ৫ গ. ২৭ঃ১৪।

২৬৭৫। আল্লাহ তাআলার তৌহীদে ইব্রাহীম (আঃ) এত দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস আপন পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে এমন শক্তভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে এই বিশ্বাস বংশ পরাম্পরায় দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে স্থায়ী অটুট ছিল।

২৬৭৬। “দুটি জনপদ” বলতে এখানে মক্কা ও তায়েফ শহর দুটিকে বুঝিয়েছে। কারণ মহানবী (সাঃ) এর সময়ে এই দুটি শহরই ছিল আরবদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র-ভূমি।

★ ৩৩। তারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা বন্টন^{২৬৭৭} করে থাকে? আমরাই তো তাদের মাঝে এ পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকার উপকরণ বন্টন করে থাকি। আর আমরা তাদের কিছু লোককে অন্যদের তুলনায় মর্যাদায় উন্নীত করি। কিন্তু আক্ষেপ! (এর ফলে) তাদের একদল অন্য দলকে অধীনস্থ করে নেয়। আর তারা যা জমা করে এর চেয়ে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা উত্তম।

৩৪। আর সব মানুষের একই মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যদি না থাকতো তাহলে যারা রহমান (আল্লাহকে) অস্বীকার করে আমরা তাদের ঘরের ছাদ এবং তাদের ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলোও রূপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম

৩৫। এবং তাদের ঘরের দরজাগুলো এবং তাদের হেলান দিয়ে বসার আসনগুলোও (রূপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম),

৩৬। বরং সোনা দিয়েই বানিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো তো কেবল পার্থিব জীবনের উপকরণ^{২৬৭৮} (মাত্র)। আর মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পরকালের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য)।

৩৭। *আর যে ব্যক্তি রহমান (আল্লাহকে) স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমরা তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দেই এবং সে তার সাথী হয়ে যায়।

৩৮। *আর নিশ্চয় এসব (শয়তান) সঠিক পথ থেকে তাদের বাধা দেয়, অথচ তারা নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করে।

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَخَنُّ
قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَوَاشِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُقْفًا مِّنْ فُضَّةٍ وَ مَعَاجِرَ عَلَيْهَا
يَطْهَرُونَ ﴿٣٤﴾

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَ سُرُورًا عَلَيْهَا
يَتَنَجَّوْنَ ﴿٣٥﴾

وَرُحُرَفَاءُ وَإِن كُنَّا لَمَّا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ
رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

وَمَن يَخْشُ عَنِ الرَّحْمَنِ نُفِثْ
لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٧﴾

وَأَنَّهُمْ لَيَصَّدُّوكُم عَنِ السَّبِيلِ وَ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾

দেখুন : ক. ২০১১০০; ১০১৪৭২, ১৮ খ. ৮৯৩৫; ১৬৪৮৯।

২৬৭৭। এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলা হচ্ছে, তারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা বন্টন করে থাকে? কে এই কৃপা-করুণা পাওয়ার যোগ্য আর কে যোগ্য নয় তা নির্ধারণ করার সুযোগই বা তারা কখন পেল?

২৬৭৮। উপায়-উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা, ধন-দৌলত ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদির তারতম্য সম্পূর্ণ লোপ করে মানব-মন্ডলীকে একাকার করে দিলে সমাজ-ব্যবস্থা যদি একেবারে অচল হয়ে না পড়তো তাহলে আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে রৌপ্যের গৃহ, সিঁড়ি ও দরজা বানাবার সুযোগ করে দিতেন, পরন্তু স্বর্ণ নির্মিত করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে এইগুলোর কোনই মূল্য ও মর্যাদা নেই।

৩৯। অবশেষে সে যখন আমাদের কাছে আসবে তখন সে (তার সাথীকে সম্বোধন করে) বলবে, ‘হায়, আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হতো!’^{২৬৭৯} অতএব সে কত মন্দ সাথী!

★ ৪০। ‘আর (তোমরা যখন) সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছ (তখন) আযাবে তোমাদের অংশীদার হওয়া আজ তোমাদের কোন কাজে আসবে না।

৪১। ‘অতএব তুমি কি বধিরদের শুনাতে পারবে অথবা অন্ধদের পথ দেখাতে পারবে’^{২৬৮০} এবং তাকেও কি (পথ দেখাতে পারবে), যে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে?

৪২। ‘সুতরাং আমরা তোমাকে নিয়ে গেলেও (অর্থাৎ মৃত্যু দিলেও) আমরা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নিব।

৪৩। ‘অথবা যে বিষয়ে আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা অবশ্যই আমরা তোমাকে দেখিয়ে দিব। নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪৪। অতএব ‘তোমার প্রতি যা-ই ওহী করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। নিশ্চয় তুমি সরলসুদৃঢ় পথে আছ।

★ ৪৫। আর ‘তোমার ও তোমার জাতির জন্য এ (কুরআন) নিশ্চয় এক উপদেশবাণী’^{২৬৮১}। আর তোমাদের অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে।

৪৬। ‘আর তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আমরা কি রহমান (আল্লাহ) ছাড়া অন্য (এমন কোন) উপাস্যের (কথা) বলেছিলাম, যাদের উপাসনা করা হতো?’

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُخْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُشْسُ الْقَرْيُنُ^(৩৯)

وَكُنْ يَتَقَعُّكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ^(৪০)

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^(৪১)

فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ
مُنتَقِمُونَ^(৪২)

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا
عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ^(৪৩)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(৪৪)

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ
تُسْأَلُونَ^(৪৫)

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
يُعْبَدُونَ^(৪৬)

দেখুন: ক. ৩:৩১; খ. ৩৭:৩৪; গ. ১০:৪৩, ২৭:৮১; ঘ. ১৩:৪১, ৪০:৭৮; ঙ. ১০:৪৭, ১৩:৪১, ৪০:৭৮; চ. ১১:১১৩; ছ. ২১:১১, ৩৮:২; জ. ২১:২৬।

২৬৭৯। মানুষ যখন নিজের দুর্কর্মের কুফল ভোগ করতে থাকে তখন সে তার পূর্বকার কর্ম-সঙ্গীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চায় এবং এমনভাবে পরিত্যাগ করতে চায় যে সে যেন তাদেরকে চিনেই না।

২৬৮০। যখন অবিশ্বাসীরা সুচিন্তিতভাবে ও সজ্ঞানে সত্যের প্রতি তাদের চোখ ও কানকে বন্ধ করে রাখে তখন তারা পাপের পঙ্কিলতায় গভীর থেকে গভীরে ডুবে যেতে থাকে এবং পরিশেষে একেবারে তলিয়ে যায়।

২৬৮১। ‘যিকর’ শব্দের অর্থ উচ্চ মর্যাদা (লেইন)। এখানে বলা হয়েছে, কুরআনের বদৌলতে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

৪৭। আর নিশ্চয় *আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, ‘নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের (একজন) রসূল।’

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এরপর আমাদের নিদর্শনাবলীসহ সে যখন তাদের কাছে এল তারা তৎক্ষণাৎ এগুলোর প্রতি হাসিবিদ্রূপ করতে লাগলো।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর আমরা তাদের যে নিদর্শনই দেখিয়েছি তা এর পূর্বের নিদর্শন থেকে বড় ছিল। আর (আমাদের দিকে) তাদের ফিরে আসার জন্য আমরা আযাবের মাধ্যমে তাদের ধরে ফেললাম।

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর (আযাব দেখলে) তারা বলতো, ‘হে যাদুকর! তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন এর ভিত্তিতে তুমি তাঁর কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর। (আযাব টলে গেলে) *নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।’

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّجِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا هَدَيْتَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। কিন্তু *আমরা যখন তাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দিলাম সাথে সাথেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥١﴾

৫২। আর ফেরাউন তার জাতির মাঝে ঘোষণা করলো (এবং) বললো, ‘হে আমার জাতি! মিশর দেশটি এবং আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রবাহিত এসব নদনদী কি আমার নয়? তবুও কি তোমরা (কিছুই) দেখছ না?’

وَتَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। *আমি কি এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নই, যে অতি নগণ্য এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না?

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٣﴾

৫৪। (সে যদি উত্তমই হবে) তবে তার প্রতি কেন সোনার কাঁকণ অবতীর্ণ করা হয়নি অথবা ফিরিশ্‌তারা কেন দলে দলে তার সাথে আসেনি?

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এভাবে সে তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিল এবং তারা তার কথা মেনে নিল। নিঃসন্দেহে তারা দুষ্কৃতিপরায়াণ জাতি ছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। অতএব তারা যখন আমাদের রাগিয়ে তুললো *আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে (সৈন্য সামন্তসহ) ডুবিয়ে দিলাম।

فَلَمَّا اسْفُوتَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আর আমরা তাদেরকে অতীতের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। আর উপমারূপে যখনই মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, দেখ তোমার জাতি এনিয়ৈ হৈ চৈ^{২৬৮২} আরম্ভ করে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا
قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর তারা বলে, ‘আমাদের উপাস্য উত্তম, না কি সে (অর্থাৎ ঈসা)?’ তারা কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বরং তারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি^{২৬৮৩}।

وَقَالُواْ اِلٰهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ
لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। সে তো ছিল কেবল এক বান্দা। তাকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য এক (অনুকরণীয়) দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ
مَثَلًا لِّبَنِيْ اِسْرَءٰٓءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬১। আর আমরা যদি চাইতাম তোমাদের মাঝ থেকেই ফিরিশ্তা বানাতাম, যারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হতো^{২৬৮৪}।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَِٔٔكَةً فِى
الْاَرْضِ يَخْلُقُوْنَ ﴿٦١﴾

★ ৬২। কিন্তু সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুত মুহূর্তের^{২৬৮৫} এক নিদর্শন। অতএব তোমরা এতে কখনো কোন সন্দেহ করো না। আর আমার অনুসরণ কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।*

وَرَٰٔٓهُ لَعَلَّكُمْ لِّلْسَاعَةِ فَلَآ تَمْتَرُوْنَ بِهَا
وَاتَّبَعُوْنَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٢﴾

দেখুন : ক. ৪৩ঃ২৬।

২৬৮২। সাদ্দা (ইয়াসদু) মানে ‘সে বাধা দিল’ এবং সাদ্দা (ইয়াসিদু) মানে ‘সে চীৎকার করে গোলমাল বাধাল।’

২৬৮৩। ঈসা-মসীহ (আঃ) এর আগমন এই বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল যে ইহুদীদের পতনের দিন ঘনিয়ৈ এসেছে, তারা অসম্মান ও অপমানের অবস্থায় পতিত হবে এবং নবুওয়তের যে ‘নেয়ামত’ দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল সেই নেয়ামত থেকে তারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হবে। ‘মাসাল’ শব্দটির অর্থ ‘অনুরূপ’ বস্তু বা ব্যক্তি, তুলনায় সর্বতোভাবে মিলে যায় এরূপ বস্তু বা ব্যক্তি (৬ঃ৩৯)। এই হিসাবে অত্র আয়াতের যে অর্থ মূল অনুবাদে দেয়া হয়েছে, সেই অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের আরো একটি অর্থ রয়েছে। তা হলো মহানবী (সাঃ) এর উম্মতকে যখন বলা হবে যে ঈসা (আঃ) এর সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য রেখে অনুরূপ এক মহামানব মুহাম্মদী উম্মতে আগমন করবেন এবং তিনি ইসলামের পুনর্জাগরণের দ্বারা এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবেন তখন এই গুণ-বার্তা শুনে তারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে কূট-তর্ক সৃষ্টি করবে এবং অনর্থক উচ্চবাচ্য করতে থাকবে। এই দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, এই আয়াতে ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের কথাই বলা হয়েছে।

২৬৮৪। ফিরিশ্তার মানুষের জন্য আদর্শ বা নমুনা হতে পারেন না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকেই মানুষের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক রূপে নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন এবং সেই নির্বাচিত আদর্শ মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা-শানুহ মানুষের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন।

২৬৮৫। ‘সায়াত’ বলতে এস্থলে সেই সময়কেই বুঝিয়ে থাকতে পারে যখন মুসায়ী শরীয়তের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ‘ইল্লাহ’ শব্দের ‘হু’ দ্বারা ঈসা (আঃ) অথবা কুরআনকে বুঝিয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ঈসা (আঃ) এর পরে বনী ইসরাঈলী জাতির মধ্যে আর ‘নবীর’ আগমন হবে না, বরং অন্য শরীয়ত অর্থাৎ কুরআনী বিবি-বিধান মুসায়ী শরীয়তকে রহিত করে দিবে।

★[যদিও ‘সায়াত’ শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে ‘প্রতিশ্রুত মুহূর্ত’ তবুও এ অভিব্যক্তিটি সূরা আল কামারের ২ আয়াতে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই আলোকে বুঝতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের দরুন যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা ছিল তা সূরা আল কামারের ২ আয়াতে ‘আস সাআত’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল এর পক্ষে চন্দ্রের খণ্ডিত হওয়াকে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ শব্দটির অর্থ ‘সায়াত’ এর গুণ অর্থ একই আঙ্গিকে বুঝতে হবে। অতএব ‘প্রতিশ্রুত মুহূর্ত’ বলতে পরবর্তী যুগে ঈসা (আঃ) এর আগমন এবং এর আনুষঙ্গিক আধ্যাত্মিক বিপ্লব বুঝানো হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৩। আর শয়তান (যেন) কখনো তোমাদের (সঠিক পথে চলতে) বাধা দিতে না পারে। সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٣٧﴾

৬৪। আর ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এল তখন সে বললো, ‘আমি তোমাদের কাছে নিশ্চয় প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ সেগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্যও (এসেছি)। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيِّنَاتِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فَنِسُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٣٨﴾

৬৫। নিশ্চয় *আল্লাহ আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।’

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৬৬। অতএব তাদের মাঝ থেকেই *বিভিন্ন দল মতভেদ করলো। সুতরাং যারা অন্যায় করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আকারে এক দূর্ভোগ!

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَأْتِيهِمُ الْيَوْمَ ﴿٤٠﴾

৬৭। *তারা কেবল (কিয়ামতের) মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছে, যা অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা টেরও পাবে না।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤١﴾

৬৮। সেদিন *অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুও একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে^{১৬৬}। তবে মুত্তাকীদের কথা ভিন্ন।

أَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ بِمَعْشِرِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا أَلَا الْمُتَّقِينَ ﴿٤٢﴾

৬৯। (আল্লাহ তাদের বলবেন,) ‘হে আমার বান্দারা! *আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزُنُونَ ﴿٤٣﴾

★ ৭০। (তরাই এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য) যারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে ঈমান এনেছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে।

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٤٤﴾

★ ৭১। *তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সেখানে) তোমাদেরকে এবং তোমাদের জীবনসাথীদের সম্মানিত ও সুখী করা হবে।’

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ مُخْبِرُونَ ﴿٤٥﴾

দেখুন : ক. ৩ঃ৫২; ১ঃ৩৩৭ থ. ১ঃ৩০৮ গ. ১০ঃ৫১; ১২ঃ১০৮; ২ঃ৫৬; ৪ঃ১৯ ঘ. ২ঃ২৫৬ ড. ১০ঃ৬৩; ৩ঃ৬২ চ. ৩০ঃ১৬।

২৬৮৬। মহা সঙ্কটের সময় মানুষ বন্ধুত্বকেও ভুলে যায়, বন্ধুরা পরস্পরকে ছেড়ে যায়, এমনকি পরস্পরে শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হওয়াও বিচিত্র নয়। কুরআনের অন্যত্র পাপীদের বিপদগ্রস্ত অবস্থার বিচিত্র ও ভয়াবহ বর্ণনা দান করা হয়েছে যখন পাপীরা তাদের কুকর্মের ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হয় (৭০ঃ১১-১৫; ৮০ঃ৩৫-৩৮)।

৭২। *সোনার বাসন ও পানপাত্র পালাক্রমে তাদের পরিবেশন করা হতে থাকবে। আর এতে তাদের জন্য সেসব কিছুই থাকবে যা তাদের মন চাইবে এবং যা দিয়ে তাদের চোখ জুড়াবে। আর (বলা হবে) তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ
أَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا كَشَتَاهُنَّ الْأَنْفُسُ
وَتِلْكَ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। আর *এ হলো সেই জান্নাত, তোমাদের কৃতকর্মের দরুণ যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা হয়েছে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। *তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফলফলাদি থাকবে। এ থেকে তোমরা খাবে।*

لَكُمْ فِيهَا مَا حِبْتُمْ كَثِيرَةً مِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। *নিশ্চয় অপরাধীরা দীর্ঘকাল জাহান্নামের আযাব (পড়ে) থাকবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। সেই (আযাব) *তাদের জন্য লাঘব করা হবে না। আর তারা এতে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। আর আমরা তাদের ওপর যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালেম।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾

★ ৭৮। আর তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে (জাহান্নামের) তত্ত্বাবধায়ক! ২৬৮৭ তোমার প্রভু আমাদের বিনাশ করে দিক।’ সে বলবে, ‘তোমরা অবশ্য (এখানেই) থাকবে।’

وَنَادَوْا بِمَلِكٍ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ
قَالَ إِنَّكُمْ مَا تُكِيدُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। (আল্লাহ বলবেন,) ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দ করতো।’

لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٩﴾

৮০। তারা কি কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তাহলে নিশ্চয় আমরাও (কিছু করার) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْ أَمَرْنَا مَنْ مِرْمُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। তারা কি মনে করে, আমরা তাদের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ শুনতে পাই না? ৮ কেন নয়! (বরং) আমাদের দূতরা তাদের পাশেই (বসে) লিখছে।

أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ ۖ
تَجْوِسُهُمْ وَبَلِّغْ رُسُلَنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿٨١﴾

৮২। তুমি বল, ‘রহমান (আল্লাহর) যদি কোন পুত্র থাকতো তাহলে আমিই (তার) প্রথম ইবাদতকারী হতাম^{২৬৮}।’

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ لَّكَافًا أَوَّلَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তারা যা বর্ণনা করছে তা থেকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক (ও) আরশের প্রভু পবিত্র।

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। *অতএব তুমি বৃথা কথাবার্তা বলতে ও আমোদ প্রমোদ করতে তাদের ছেড়ে দাও। অবশেষে তারা তাদের সেই দিনের সন্মুখীন হবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে।

فَذَرَهُمْ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। *আর তিনিই আকাশেও উপাস্য এবং পৃথিবীতেও উপাস্য। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾

৮৬। আর একমাত্র তিনিই কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হলেন। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর আধিপত্য তাঁরই। আর তাঁর কাছেই রয়েছে প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَتَذَرِكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। *আর তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে এরা সুপারিশের কোন অধিকার রাখে না। কেবল সে-ই (অধিকার রাখে) যে সত্যের সাক্ষ্য দেয়^{২৬৯}। আর তারা (অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা এ সত্যকে) ভালভাবেই জানে।*

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شِهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর *তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘কে তাদের সৃষ্টি করেছেন’ তারা নিশ্চয়ই বলবে, ‘আল্লাহ’। তাহলে কোন (বিপথে) তাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

وَلَيْئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٨﴾

দেখুন : ক. ২৩ঃ৫৫; ৫২ঃ৪৬; ৭০ঃ৪৩ খ. ৬ঃ৪ গ. ১৯ঃ৮ ঘ. ২৯ঃ৬২; ৩১ঃ২৬; ৩৯ঃ৩৯

২৬৮। আবিদ, আবাদা ক্রিয়ার কর্তারূপ, ‘আবাদা’ অর্থ সে উপাসনা করলো। ‘আবিদা’ ক্রিয়ার কর্তারূপ ও ‘আবিদা’। আবিদা অর্থ সে রাগ করলো, সে অস্বীকার করলো, সে স্বীয় অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো, সে তুচ্ছ জ্ঞান করলো (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে : (ক) যদি আমার সদাশয় প্রভুর সত্যই কোন পুত্র থাকতো তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেই প্রভু-পুত্রকে উপাসনা করার জন্য সকলের আগে প্রথম দণ্ডায়মান হতাম। কেননা আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দা হিসাবে আমি তাঁর পুত্রের প্রতি কখনো অবহেলা প্রদর্শন করতে পারতাম না, (খ) আল্লাহ তাআলার পুত্র গ্রহণ যদি সম্ভব হতো তাহলে এ মর্যাদা প্রাপ্তির অধিকার আমারই সর্বাপেক্ষা অধিক হতো। কেননা আমি আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা বেশী উপাসনা ও সর্বাপেক্ষা বেশী খেদমত করেছি, (গ) সদাশয় প্রভুর নিশ্চয়ই কোন পুত্র নেই (ইন অর্থ নয়) এবং আমি এই সত্যের প্রথম সাক্ষ্যদানকারী (আবেদীন মানে ‘মাহেদীন’ বা সাক্ষ্যদাতা), (ঘ) সদাশয় প্রভুর কোন পুত্র নেই। তাঁর পুত্র আছে— এরূপ কথার সর্বাপেক্ষা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম ব্যক্তি আমি।

২৬৮৯। এখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)কে বুঝাচ্ছে।

★[এ আয়াত অর্থাৎ ৮৭ আয়াত এই বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে, কেবল মহানবী (সাঃ) এর সুপারিশই গৃহিত হবে। কেননা অস্বীকারকারীরা মহানবী (সাঃ)কে সাদেক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) উপাধিতে আখ্যায়িত করেছিল। আর বনী ইসরাঈলী কোন কোন নবী তাঁকে (সাঃ) সত্যবাদী উপাধিতে আখ্যা দিয়েছিল। দেখুন যিশাইয় নবম অধ্যায়। (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

৮৯। আর তাঁর (রসূলের) এ উজির কসম, (যখন সে বলেছিল) ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা কখনো ঈমান আনবে না’^{২৬৯০}।

وَقَالُوا لَا يَكُونُ لَكَ عَلَيْنَا بَلَدٌ
يَوْمَ لَا يَكُونُ لَكَ عَلَيْنَا بَلَدٌ

৯০। সুতরাং (আমরা উত্তরে বললাম), তুমি এদের উপেক্ষা কর এবং বল, ‘সালাম’। অতএব অচিরেই এরা (সত্য) জানতে পারবে^{২৬৯১}।

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَخْلَعُونَ

দেখুন : ক. ৮৪:২১

২৬৯০। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাতির সার্বিক মঙ্গল ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উদযীব ও ব্যাকুল ছিলেন যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর এই শুভাকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য দান করছেন। তাঁর জাতির দ্বারা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকার ও বিরোধিতা তাঁর মর্মযাতনাকে এতই গভীর ও তীব্র করে তুলেছিল যে তাকে প্রায় মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল (১৮ঃ৭)। আল্লাহ স্বয়ং সাব্বনা না দিলে তিনি হয়ত এই মহাকষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে পারতেন না।

২৬৯১। আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)কে সাব্বনা দিচ্ছেন, যদিও শত্রুরা তাঁকে এখন অত্যাচার ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা জর্জরিত করছে, তথাপি সময় অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে যে শত্রুরা তাঁর পদানত হয়ে পড়বে। তখন ইসলাম সারা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যখন সেই সময় এসে যাবে তখন তিনি যেন শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেন।